মনীষী বিচিত্রা

জয়দেব মুখোপাধ্যায়

১. একটি যুবক একদিন সক্রেটিস্- এর কাছে এসে বলল,
" আমিজ্ঞানলাভ করতে চাই, আমি চাই প্রকৃত শিক্ষা ।"
" তোমারকি খুব প্রয়োজন ?"
" আমাকে পেতেই হবে।"
" তা হ' লে আমার সঙ্গে এস।"

কাছেই সমুদ্র ছিল, সক্রেটিসতাকে নিয়ে গলা পর্যন্ত জলে নামলেন। তারপর হঠাৎ যুবকটির মাথাটাতাঁর নিজের দুহাত দিয়ে জলে ডুবিয়ে খুব জোরে চেপে ধরলেন। যুবকটিজলের তলায় কিছুক্ষুণ প্রাণপণছট্ ফট্ করে যখন ছাড়া পেল, ম াথাটা তুলে হাঁফাতেহাঁফাতে বুক ভরেশ্বাস নিল।

সক্রেটিস তাকে জিজ্ঞাসাকরলেন, " তোমারমাথাটা যতক্ষণ জলের তলায় ছিল, তুমি কি জিনিস মনে প্রা ণে চাইছিলে ?"
" বাতাস,শুধু বাতাস।"
" বাতাস ? আর কিছুই নয় ?"
" না,আর কিছুই নয়, শুধু বাতাস চেয়েছিলাম।"
" যেদিনতুমি জ্ঞান চাইবে---যেমন করে বাতাস চেয়েছিলে জলের তলায়, সে দিন তুমিপাবে।"

২. টমাস্ কার্লাইল্ তখন লিখছিলেন ..ফরাসী বিপ্লবেরইতিহাস..। প্রথম খন্ডটি লেখা শেষ হলে, পান্ডুলিপিটি পড়তে দিলেনতাঁর বন্ধু জন্ স্টুয়ার্ট মিল্কে। মিল্-এর পড়া হলে, তিনি আবারতাঁর এক বন্ধুকে পড়তে দিলেন। সেই বন্ধুটির ব াড়ীতে অগোছালঅবস্থায় পান্ডুলিপির বান্ডিলটা দে খেতাঁর ঝি ভেবেছিল সেগুলো অদরকারী কাগজ। পান্ডুলিপির ক াগজগুলো দিয়েসে শীতের দিনে ঘর গরম রাখবার জন্য আগুন ধরাল। এইভাবে কার্লাইলের বহুবছরের অক্লান্ত পরিশ্র মের ফল ও পৃথিবীর এক সেরা গবেষণাভস্মীভূত হল। সেই পান্ডুলিপির কোনও নকল ত ছিলই না, এমন কি ক ার্ল াইলেরকাছে এক লাইনও নোট করা কিছুই ছিল না।

কার্লাইলতো অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন। কিছুদিন অপেক্ষা করে তিনি আবারকলম ধরলেন। খুব ভেবে ভেবে লিখতে অ ারম্ভকরলেন। তথ্যগুলো তাঁর আবারমনে পড়তে লাগলো। ক্রমে বইটি লেখা শেষ হল। এবার আরো সুন্দর হল।

৩. জগৎবিখ্যাত পরিচালক ও চিত্রাভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন একবারছুটিতে তাঁর জন্মভুমি ইংল্যান্ডেএসেছেন। শুনলেনসেখানে একটি চার্লি চ্যাপলিন কনটেস্ট হবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে,সম্পূর্ণ অন্য এক নামে তিনি নিজেই সেইপ্রতিযোগিতায় নাম দিলেন। ভাবলেন---এ আর এমন কি ? আমিনিজেইতো আদি এবং অকৃত্রিম চার্লি ! আমার

ফিল্মের চেহারার মত মেক-আপ করে গিয়ে দাঁড়াব, কাঁধঝাঁকাব, ঠোঁট বাঁকাব, ছড়ি ঘোরাব এবং তর্‌তর্‌ করে ছুটব। সেপ্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন চার্লি নিজে।

৪. অনেক চেষ্টা করে নিজের দেশ অষ্ট্রিয়াতে কোনস্বীকৃতি না পেয়ে প্রতিভাবান পিয়ানো বাদক ফ্রেড্‌রিক লোআমেরিকায় গেলেন ভাগ্য অন্বেষনে। একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে কায়ক্লেশে জীবনাযাপন করতেলাগলেন। অনুশীলনের জন্য একটি পিয়ানো সামান্য ভাড়ায় নিজের ফ্ল্যাটে আনিয়েবাজানো অভ্যাস করতেন ও নানা থিয়েটার ও অপেরায় দেখা করে ও নিজের পিয়ানোশুনিয়ে, কর্মসংস্থা ন ও সুযোগের চেষ্টা করতে থাকলেন।কিন্তু কিছুতেই কি ছু হল না। এদিকে কিছুদিনের পিয়ানোরভাড়া বাকী পড়ল। দোকান থেকে একটা চিঠি পেলেন। আর দিন দশকের মধ্যেসমস্ত ভাড়াটা মিটিয়ে না দিতে পারলে তাঁরা একটা মোটর ভ্যানপাঠিয়ে পিয়ানোটা ফেরৎ নিয়ে যাবেন। অবশেষে সেই দিনটিও এসে গেল।

সেইদিনসকালে ঘরের সদর দরজাটা খুলে রেখে পিয়ানোর সামনে টু লেরওপর বসে লো ভাবছিলেন তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা। বুঝতে পারলেন সেই দিনইতাঁর জীবনের শেষ দিন। আর কোনদিনই কোনও পিয়ানোতে তিনি সুরধবনিতোলার সুযোগ পাবেন না। তাই ঠিক করলেন---শেষবারের মত পিয়ানোটাএকবার বাজিয়ে নেবেন। আস্তে আস্তে বাজাতে অ ারম্ভ করলেন এবং ক্রমেতাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সুরগুলি, নিজের সব শিক্ষা ও অনুশীলনউজাড় করে, তন্ময় হয়ে, প্র ায় পাগলের মত বাজাতে লাগলেন।

কতক্ষণবাজিয়েছিলেন তা কিছু খেয়াল ছিল না। হঠাৎ পিয়ানো থেকে মুখ তুলে ভয়ানকচমকে গেলেন। ঘরে তিনি একা নন, তাঁর সামনে, ঘরের মেঝেতে চুপ করেআরো শ্রোতৃমন্ডলী ! সকলেই অল্পক্ষণ চুপ করে বসেরইলেন। তারপর সেই তিনটি কুলি, যারা অনে ক ক্ষণদাঁড়িয়ে ঐ সুন্দর ও স্বর্গীয় সুরলহরীশুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে মেঝেয় বসে শুনছিল---উঠে দাঁড়াল, এবংলোর দিকে পিছন ফিরে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু কথা বলল ওপ্রত্যেকে নিজের পকেট থেকে কিছু কিছু অর্থ বার করল। তাদের মধ্যেএকজন পিয়ানোর ওপর খুব আস্তেপিয়ানোর সম্পুর্ণ ভাড়াটা রেখে, নীরবে ঘর ছেড়ে খালি ভ্যান নিয়ে দোকানেফিরে গেল।

এই ঘটনার ঠিক পরে থেকেই ভাগ্যদেবীপ্রসন্ন হলেন লোর প্রতি। তিনি নানা অপেরায় সুযোগ পেয়ে ক্রমেজগৎবিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁর উপরেই প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জর্জকিউকার ভার দিয়েছিলেন মাইফেয়ার লেডি ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনার।

৫. একজন প্রবীণজার্মান্‌ স্কুলশিক্ষকের অভ্যাস ছিল প্রবেশ করবার সময় তিনি নিজেরমাথার টুপি খুলে ঝুঁকে প্রথমেতঁ ার ছাত্রদের অভিবাদন করতেন । তাঁর একজন শিক্ষক তাঁকে জিজ্ঞেস্‌করেছিলেন---- কেন তিনি
এরকম করেন। তিনি উত্তর দেন, বলা তো যায় না, হয়ত এইছাত্রদের মধ্যেই একজন খুব বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে।
শিক্ষক কথাটা ঠিকই বলেছিলেন সেই ছাত্রদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ---মার্টিন্‌ লু থার্‌।

৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বিশপ রাইট নামে একজন ধর্মযাজক, আমেরিকাথেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে একবার একজন অধ্য া পকেরগৃহে অতিথি হন। তাঁর া দুজন পৃথিবীর বি ভিন্নপরিস্থিতি নিয়ে নানা কথা আলোচনা করেছিলেন। ধর্মযাজকটি বললেন, এইপৃথিবীর যা কিছু জানবার ছিল, তা সবই জানা হয়ে গেছে, এবং আবিস্কারেরওআর কিছু বাকি নেই। অধ্যাপকের মত ছিল ভিন্ন। তিনি বললেন, আরো পঞ্চাশবছরের মধ্যেই অনেক বৈজ্ঞানিক আবিস্কার হবে।
অনেক ? আপনি একটার নাম কন।
যেমন ধন---মানু ষ আকাশে উড়তেপারবে পাখীদের মত।

কি যে বাজে কথা বলেন ! উড়তে পারে শুধু দেবদূত, আর কেউ নয়।
সেই ধর্মযাজকের দুটি পুত্র ছিল। যাঁদের আমরারাইট ভ্রাতৃদ্বয় বলে জানি।

৭. মোৎসার্ট্ খুব শৈশবেই পিয়ানো বাদনে অপরিসীম দক্ষতাঅর্জন করেছিলেন। বালক অবস্থাতেই তাঁর ডাক অ াসত নানা দেশ থেকে বড় বড় সঙ্গীতের আসরে ও রাজা র দরবারে।
তাঁরবয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখন তিনি ফ্রান্সের রাজদরবারে আহূত হন। রাজঅতিথিশালায় বাস করে,সম্রাটের অনুরোধে তাঁকে দু-দিন পিয়ানো বাজিয়েশোনান। তরপর একদিন অতিথিশালার মেঝেতে তিনি পা মচকে পড়ে যান। প াফুলে যায়, প্রচন্ড ব্যথা হয়। রাজ পরিবারের একজন অতিথি, একটিঅত্যন্ত সুন্দরী ছোট্ট মেয়ে তাঁর পায়ে সেঁক দিয়ে, মে াৎস া র্ট কেধরে ধরে তাঁকে আস্তেআস্তে হাঁটাবার চেষ্টা করেন। পাসম্পুর্ণ সেরে গেল মোৎসার্ট্ খুশি হয়ে মেয়েটিকে বলেন, তোমার উপকার,সেবাযত্ন আমি কোনদিন ভুলব না। আমি আরো বড় হই, তুমিও বড় হও, তারপরআমি তোম াকেই বিয়ে করব বলে কথা দিচ্ছি।

কিন্তুসম্পূর্ন আর এক বিধিলিপি লেখা ছিল মারী আঁতয়নেৎ- এর ললাটে ।

৮. ন াদিয়ামেক্ ছিলেন মস্কোর সবচেয়ে ধনী ম হিলাদেরএকজন।১৮৭৬ সালে, তাঁর স্বামী র মৃত্যুর পর সঙ্গীতইতাঁর একাকীত্বকে ভুলিয়ে রা খে।
সেইসময় মস্কোতে ৩৬ বৎসর বয়সীপিটার চাইকভ্স্কিনামে একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন, যাঁর সঙ্গীত নাদিয়ার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ত্রমেনাদিয়া ভালবেসে ফেললেন চাইকভ্ স্কিরসঙ্গীতকে ও পরে স্বয়ং চাইকভ্ স্কিকে।এরপর চে াদ্দ বৎসর ধরে পিটার তাঁর সবকটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনাকরেন নাদিয়ার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। সোয়ান্-লেক, দি ডাইং সোয়ান্,স্লীপিং বিউটি, ইউজিন্-ওন্জিন্, ইত্যাদি চাইকভ্স্কির সবচেয়ে নামকরাব্যালে এবং অপেরার জন্য সারা পৃথিবী কৃতজ্ঞ থাকবে নাদিয়ারঅনুপ্রেরণার জন্য।
তাঁদের চিরবিচ্ছেদের দিন ত্রমেঘনিয়ে এল। নাদিয়ার স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হলে থাকল। তিনি গত হওয়ারপরখুব অল্পদিনই বেঁচেছিলেন পিটার। অন্তিম সময়ে তাঁর মুখে ছিলনাদিয়ার নাম। তাঁরা পরস্পরকে যে প্রেমপত্রগুলি লিখেছিলেন তা সযত্নেরক্ষিত আছে। সেগুলি থেকেআমরা তাঁদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানতে পারি---যা তাঁর নিজেরাও সেইপত্রগুলি থেকেই জেনেছিলেন।

জীবনে একবারও কিন্তু তাঁদেরপরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়নি।

৯. শার্লকহোম্স্-এর স্রষ্ট া, লেখকসার্ আর্থার কনান ডয়ল-কে একবার প্রস্তাব দিলেন একজনঅল্পবয়সী অভিনেত া, যিনিতখন সপ্তাহে মাত্র তিন পাউন্ড রোজগার করতেন, অবশিষ্ট জীবনের দুজনেরউপার্জিত অর্থ সমান ভাবে ভাগ করে নেবার জন্য। সার্ আর্থার তা শুনে অবাক ! তাঁর মতসুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের পক্ষে প্রত্যাখ্যান কর াটাইস্বাভাবিক হয়েছিল। সেই সামান্য অভিনেতাটি কিন্তু পরে অপরিমিত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল চার্লস চ্যাপলিন্।

১০. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, পোল্যান্ডেরপ্রধানমন্ত্রী প্যাডেরাওস্কি নানা সঙ্গীতসভায় পিয়ানো বাজিয়ে কোটিকোটি টাকা উপার্জন করেন ওজগতের শ্রেষ্ঠসঙ্গীতশিল্পী পে বিখ্যাত হন।

লীগ্ অব নেশন্স্-এর মিটিং-এ ফ্রান্সের জর্জ ক্লেমেনস্-এরসঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

শুনেছি আপনি একজন দক্ষ পিয়ানোবাদক ? প্রশ্ন করলেন জর্জ। মাথাঝাঁকিয়ে মৃদু হেসে সম্মতি জানালেন প্যাডোরাওস্কি।

এবং আপনি পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ?
আবার মাথা ঝুঁ কিয়ে সায় দিলেন প্যাডেরাওস্কি।
ছিঃ ! কিঅধঃপতন ! মন্তব্য করলেনক্লেমেন্‌স্‌ ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com